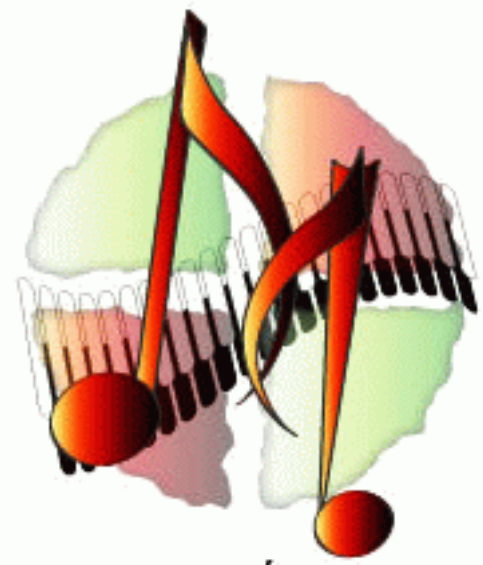

www.murchona.com

Somporko by Suchitra Bhattacharya

For More Books & Music Visit www.Murchona.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com
সম্পর্ক
সুচিত্রা ভট্টাচার্য

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

সম্পর্ক

অন্যমনস্কভাবে দরজা খুলতে এসেছিল ইন্দ্রাণী। দরজা খুলেই থমকে গেল। সামনে রজত ।

না, ঠিক সামনে নয়, কলিং বেল বাজিয়ে রজত একটু সরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় সিঁড়ির কাছে। চওড়া কাঁধ, দীর্ঘ শরীর, ঝুঁকে আছে অল্প, ঘাড় এক পাশে ফেরানো, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

সেই চেনা ভঙ্গি!

কতদিন পর এত কাছ থেকে ইন্দ্রাণী দেখছে রজত কে। পাঁচ বছর? না আরেকটু বেশি? মুহূর্তে মুছে গেল এক দীর্ঘ সময়। ইন্দ্রাণী অস্ফুটে ডাকল, এসো।

রজত মুখ ফেরাল, এগোল না। দূর থেকেই আড়ষ্ট প্রশ্ন করল, মুনিয়া এখন কেমন আছে?

অঘ্রান মাস পড়ে গেছে। সূর্য ডুবলেই ঝুপ করে আঁধার নেমে আসে এ সময়ে। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ বাতিটাও জ্বলছে না আজ। ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে যেটুকু আলো বাইরে এসে পড়েছে তাতে রজতের মুখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না ইন্দ্রাণী। রজত কি হাঁপাচ্ছে?

ইন্দ্রাণী নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চাইল। যেন রজতের সঙ্গে রোজই দেখা হয় এমন স্বরে বলল, জ্বরটা বেড়েছে একটু। এসো, ভেতরে এসো।

দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়েছে ইন্দ্রাণী, তবু ইতস্তত করছে রজত। ঘন ঘন কয়েকটা টান মারল সিগারেটে। মেঝেতে ফেলে মাটিতে ঘষে ঘষে আগুন নেবাল। সামনের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে নিল একবার। পায়ে পায়ে ভেতরে এসেছে।

ইন্দ্রাণীর ফ্ল্যাটটা বড় নয়। মাঝারি আয়ের সরকারি কর্মচারীদের জন্য গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার যেমন হয়, সেরকমই। ছোট বসার ঘর, সামান্য বড় শোওয়ার ঘর,

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

টুকরো ডাইনিং স্পেস, রান্নাঘর, বাথরুম, এক চিলতে বারান্দা। সব মিলিয়ে ক্ষেত্রফল ছশো স্কোয়্যার ফিটও হবে কি না সন্দেহ। তার মধ্যেও বাড়িটাকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে ইন্দ্রাণী। দেওয়াল মেঝে রান্নাঘর বাথরুম সোফা শো-কেস খাট আলমারি বিছানা সব কিছুই টিপটপ। ঝকঝকে তকতকে। এক ফোটা ধুলো বালি মালিন্যের চিহ্ন নেই কোথ্থাও।

ইন্দ্রাণী চিরকালই এরকম। ভীষণ পরিষ্কার পরিষ্কার বাতিক। সারাক্ষণ এত ফিটফাট ভাব, এত কেতাদুরস্ত চেহারা পচ্ছন্দ ছিল না রজতের। বলত বাড়াবাড়ি। শোম্যানশি প। এটা কি বাড়ি, না হোটেলের স্যুইট?

রজত কোনোদিনই এই ফ্ল্যাটটাকে নিজের বাড়ি বলে ভাবতে পারেনি। ইন্দ্রাণীর নামে, ইন্দ্রাণীরই চাকরিসূত্রে পাওয়া ফ্ল্যাটে থাকতে রজতের পৌরুষে লাগত। এই নিয়েও কম অশান্তি, কম বাকবিতণ্ডা হয়েছে একসময়ে? রজতের কাছে এই ফ্ল্যাট হোটেল ছাড়া আর কীই বা!

সেই ফেলে যাওয়া হোটেলের স্যুইটে এখন চোখ বোলাচ্ছে রজত। ইন্দ্রাণীর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। রজত কী দেখছে এত খুঁটিয়ে? পাঁচ বছরে কতটা বদল হয়েছে হোটেলের? সেই পার্ক স্ট্রিটের নিলামঘর থেকে কেনা ডিম্বাকৃতি খাবার টেবিল, সেই চারটে পিঠ উঁচু কাঠের চেয়ার, সেই ফ্রিজ, সেই দেওয়ালে লাগানো কাচের ক্রকারি কেস সবই তো তেমন রয়েছে।

ঠিক তেমনটি নেই, কিছু বদলেছেও। যেমন মানুষ বদলে যায়। দিনে দিনে। মাসে মাসে। বছরে বছরে। খাবার টেবিল মাঝখান থেকে সরে দেওয়ালের গায়ে এখন। ফ্রিজের রং সাগরনীল থেকে শ্যাওলাসবুজ। ক্রকারি কেসখানাও নামানো হয়েছে হাতখানেক। কিছু জিনিস বেড়েছেও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে মেদ বাড়ে। অভিজ্ঞতা বাড়ে। দরজার ধারে জুতো, খবরের কাগজ আর পুরনো ম্যাগাজিন রাখার বাহারি কাঠের বাক্স এসেছে একটা। ডানদিকের টানা জানলায় মিনেকরা পিতলের পটহোল্ডার। তিনটে। মনোরম ইনডোর প্ল্যান্টের জন্য। দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো টেরাকাটার গণেশ। গণেশটা প্রবালের নিজের হাতে তৈরি। দেড় মাস ধরে খেটে বানিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে প্রবাল। শোওয়ার ঘরেও নিজের পেন্টিং টাঙিয়ে দিয়েছে। বাইরের ঘরেও। শুধু বড় রবার গাছটাই আর নেই। নার্সারি থেকে গাছটাকে টবসুদ্ধ কিনে এনেছিল রজত। জানলার ঠিক নীচে ওই ফাঁকা জায়গাটায় রেখেছিল। সকাল বিকেল বারান্দায় নিয়ে গিয়ে রোদ খাওয়াত। তোয়াজ করত খুব।

রজত যেদিন এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, সেদিনই ইন্দ্রাণী আছড়ে আছড়ে ভেঙেছিল টবটাকে। মাটিসুদ্ধ গাছ উপড়ে ফেলে দিয়েছিল রাস্তায়।

www.MurchOna.com

রজত কি সেই গাছটাকে খুঁজছে এখন? ইন্দ্রাণী পলকা প্রশ্ন করে ফেলল, কী দেখছ?

—কিছু না। রজত অপ্রস্তুত মুখে মাথা ঝাঁকাল, মুনিয়া কী করছে ? ঘুমোচ্ছে?

— না শুয়ে আছে। যাও না, ঘরে যাও। ইন্দ্রাণী এগিয়ে শোওয়ার ঘরের পর্দা সরিয়ে দিল, মুনিয়া দ্যাখ তোকে কে দেখতে এসেছে!

পাঁচ দিন টানা জ্বরে পড়ে আছে মুনিয়া। সন্ধে হলেই লাফিয়ে লাফিয়ে জ্বর বাড়তে শুরু করে। একশো এক, একশো তিন, একশো চার। একেবারে নেতিয়ে পড়ে থাকে তখন। এমনিতেই বড় রোগা মেয়েটা, তার ওপর জ্বরে একদম কাহিল হয়ে গেছে। মুখ শুকিয়ে এতটুকু। ফোলা ফোলা চোখের তলায় কালি। রুক্ষ চুল ঝামর ঝামর। একটু আগে মেয়েকে হরলিক্স খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল ইন্দ্রাণী, মেয়ে কিছুতেই বসে থাকতে পারছিল না বিছানায়, বার বার শুয়ে পড়ছিল।

সেই ঝিম মেরে থাকা দুর্বল মেয়ে রজতকে দেখেই তড়াক করে উঠে বসেছে। শীর্ণ মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত, বাপি!

রজতও প্রায় ছুটে বিছানার পাশে। মেয়ের মুখ চেপে ধরেছে, কী হয়েছে তোমার মামণি? কেমন আছ তুমি?

মুনিয়া আড়চোখে ইন্দ্রাণীকে দেখে নিল, তুমি কী করে জানলে আমার অসুখ করেছে?

—সকালে তোমার নাচের স্কুলে এসে আমি ফোন করেছিলাম যে!

প্রতি রবিবার সকালে মুনিয়াকে নাচের স্কুল থেকে নিয়ে যায় রজত। আইনের শর্ত অনুযায়ী। সারাদিন নিজের কাছে রেখে রাত্তিরে ফেরত দিয়ে যায় মেয়েকে। বাড়ি অবধি আসে না, নীচের দরজায় পৌঁছে দেয়। আজ মেয়েকে নাচের স্কুলে না পেয়ে রজত ফোন করেছিল বাড়িতে।

মুনিয়া আবারও একবার তাকাল মায়ের দিকে। ইন্দ্রাণী তাকে রজতের ফোনের কথা বলেনি।

ইচ্ছে করেই বলেনি। বাবা সম্পর্কে মেয়ে এত বেশি স্পর্শকাতর। হয়তো বাবা নিতে এসে ফিরে গেছে শুনে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ত। সহজে তো মুখে কিছু প্রকাশ করে না মুনিয়া তবু ইন্দ্রাণী বুঝতে পারে সব। শনিবার সন্ধে থেকে কেন মেয়ে উচ্ছল হয়ে ওঠে। কেনই বা রবিবার রাতে ঘুম আসতে চায় না মুনিয়ার!

ইন্দ্রাণী মেয়ের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। আট বছরের মুনিয়াও অভ্যাসমতো অভিমান মুছে ফেলেছে মুখ থেকে। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে নির্মল হাসল, তুমি বুঝি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলে বাপি?

www.MurchOna.com

—হুঁউউ।

—বারে, দেবস্মিতাদের জিজ্ঞেস করলেই তো পারতে।

—তাতে কী হয়েছে মামণি? আমি তোমার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

রজত মুনিয়ার গালে গাল ঘষছে। ইন্দ্রাণী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এখন বাপ-মেয়েতে নিশ্চয়ই অনেক আহ্লাদিপনা চলবে। সেই যে বুধবার থেকে ইন্দ্রাণী অফিস কামাই করে বসে আছে, দিবারাত্র ছটফট করছে মেয়ের জন্য , তা যেন কিছুই নয়! বাবাকে দেখেই মেয়ে গলে জল!

বেইমান! বেইমান! না মাস কষ্ট করে তোকে পেটে ধরেছিল কে? ওই বাবা? কে এই এতটুকুন থেকে তিল তিল করে বড় করে তুলল? ডিভোর্সের সময় যখন কোর্টে তোর কাস্টডি নিয়ে প্রশ্ন উঠল তখন কেন তোর বাবা টুঁ শব্দটি না করে তোকে আমার কাছে ছেড়ে দিয়েছিল, সে কথা বুঝিস? পড়ি কি মরি করে আবার বিয়ে করার জন্য। যার প্রেমে মজেছিল তাকে বিনা থাকতে পারছিল না বলে। যদি মেয়ে নিয়ে নতুন সংসার পাততে অসুবিধা হয়। এখন তারই ওপর ওপর আদিখ্যেতা দেখে ভুলে গেলি তুই! অথচ তোর মা এক এগোলে দশ পা পিছোচ্ছে। শুধু তোর কথা ভেবে।

ইন্দ্রাণীর চোখ ঠেলে জল আসছিল। দাঁতে দাঁত চেপে রুখল অশ্রু। বাথরুমের লাগোয়া বেসিনের সামনে দাঁড়াল একটুক্ষণ। মুখে চোখে জল ছেটাল। শীত এখনও ভালমতো পড়েনি, তবুও সন্ধের পর থেকে জল বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। শীতল জলের স্পর্শে ইন্দ্রাণী একটু আরাম পেল যেন। আঁচলে মুখ চেপে রান্নাঘরে এল। মুনিয়ার জন্য আরও কিছুটা গরম জল করে রাখবে। ঠাণ্ডা জল গরম জল মিশিয়ে মেয়েকে খেতে দিচ্ছে এখন। পরিষ্কার ডেকচিতে জল বসিয়ে ইন্দ্রাণী কী যেন ভাবল কয়েক সেকেন্ড। গম্ভীর মুখে শোওয়ার ঘরে ফিরল।

উদ্ভাসিত মুনিয়া ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে। চোখ বন্ধ। মুনিয়ার মাথার কাছে, বিছানার কোণ ঘেঁষে সন্তর্পণে বসে আছে রজত। মেয়ের কপালে হাত বোলাচ্ছে।

—তুমি চা খাবে?

—চা? রজত চোখ তুলল, করছ?

—খেলে করব। ইন্দ্রাণী খাটের ওপাশে ঘুরে গিয়ে মুনিয়ার গায়ে সুজনি ঢেকে দিল ভাল করে। মেয়েরে কপালের দিকে না গিয়ে হাত ছুঁয়ে তাপ অনুভব করার চেষ্টা করল।

রজত বলে উঠল, গা তো বেশ গরম আছে।

—হুঁ।

www.MurchOna.com

—কখন টেম্পারেচার দেখেছ?

—ছটায়। ইন্দ্রাণী কাটা কাটা উত্তর দিচ্ছিল। —ডাক্তার দু'ঘন্টা পর পর জ্বর দেখতে বলেছে।

—তখন কত ছিল?

—এক পয়েন্ট চার।

—এখন ভালই বেড়েছে মনে হচ্ছে।

—হতে পারে। এ সময়ে বাড়ে।

—কোন ডাক্তার দেখছে?

—ডক্টর বিশ্বাস। যিনি ছোটবেলা থেকে মুনিয়াকে দেখেন।

—ওসব ডক্টর বিশ্বাস ফিশ্বাস আর চলে না। বুড়ো মানুষ, স্টেথো ধরতে গিয়ে হাত কাঁপে, ওসব লোককে দিয়ে কি আর মডার্ন চিকিৎসা হয়? রজত নিজের মনে গজগজ করে উঠল, পাঁচদিন ধরে জ্বর ছাড়ছে না, ভাল কোনও চাইল্ড স্পেশালিস্ট কল করা দরকার।

ইন্দ্রাণী ভাল করে চাদরটা গুঁজে দিচ্ছিল তোশকের নীচে তীক্ষ্ণ চোখে রজতের দিকে তাকাল, আমার ডক্টর বিশ্বাসের ওপর আস্থা আছে। উনি মুনিয়ার ধাত জানেন, ওঁর ওষুধেই মুনিয়ার কাজ হয়।

রজত অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর আবার প্রশ্ন করল, ডক্টর বিশ্বাস কী বলছেন?

—বলছেন তো ইনফ্লুয়েঞ্জা। ঠান্ডা লেগে গেছে। নতুন ঠান্ডা। ইন্দ্রাণীর গলা খানিকটা নরম হল, চারদিনের ঔষধ দিয়েছেন। কাল এসে দেখবেন আরেকবার। কালকেও জ্বর না কমলে ব্লাড টেস্ট করাতে হবে।

মুনিয়া নড়ে উঠল। তার বন্ধ চোখের পাতা কাঁপছে টিপটিপ। বাবা-মার প্রতিটি কথা দুকান দিয়ে শুষে নিচ্ছে সে।

রজত মুনিয়ার দিকে ফিরেছে, কষ্ট হচ্ছে মামণি?

দু'চোখের কোলে টলটল জলবিন্দু, তবু দু'দিকে মাথা নাড়ল মুনিয়া। ঢোঁক গিলল। ড্রেসিংটেবিলে ফ্লাস্ক রাখা আছে। ইন্দ্রাণী ফ্লাস্ক থেকে একটু জল ঢালল গ্লাসে। কুসুম কুসুম উষ্ণ জল নিয়ে মেয়ের মাথার কাছে দাঁড়াল—একটু হাঁ কর মুনাই। নে, মাথাটা একটু তোল। জলটুকু খেয়ে নে।

মুনিয়া চোখ খুলল না। দু'দিকে মাথা নাড়ল আবারও।

ইন্দ্রাণী ঝুঁকল মেয়ের দিকে, খেয়ে নে মা। গলা শুকিয়ে গেছে।

শুকনো জিভ দিয়ে ততোধিক শুকনো ঠোঁট চাটছে মুনিয়া। তবু জলটুকু খেল

www.MurchOna.com

না। ইন্দ্রাণীর কান্না পাচ্ছিল আবার। কী ভীষণ চাপা মেয়েটা! সেই ছোট্ট থেকে। তিন বছরের মেয়ের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাবা মা, মনে নিশ্চই কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু একদিনও কাঁদল না! দু'চারদিন বাবার কাছে যাওয়ার বায়না ধরেছিল মাত্র। তারপর চুপ। আদালতের আদেশমাফিক বাবার সঙ্গে একদিন করে দেখা হওয়াতেই সন্তুষ্ট। হয়তো সন্তুষ্ট নয়, তবে মেনে তো নিয়েছে।

আরও কত কী মেনে নিয়েছে ওই একরত্তি মেয়ে। বাবার বিয়ে মেনে নিয়েছে, বাবার দ্বিতীয় বউকে মেনে নিয়েছে, মার কাছে ঘন ঘন আসে প্রবাল আঙ্কল, মার সঙ্গে তার সম্পর্কটা অস্পষ্ট নয়, তাকেও মেনে নিয়েছে মুনিয়া। কত কিছু শিখেও ফেলেছে এর মধ্যেই। যখন স্কুল থেকে ফেরে, বাড়িতে মা থাকে না, নিজে জামাকাপড় বদলে নেয় মেয়ে, মুখ-হাত ধোয় একা একা, বইখাতা গুছিয়ে রাখে টেবিলে, রতনের মার তৈরি করা জলখাবার শান্ত মুখে খেয়ে নেয় রোজ। কোনও কোনওদিন বাসট্রামের গণ্ডগোল থাকলে ইন্দ্রাণীর অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়। সে সব দিনে যদি বা রতনের মা কাজ সেরে চলে যায়, মুনিয়া ব্যাকুল হয় না একটুও। ওপরে মায়াদিদের ফ্ল্যাটে গিয়ে বসে থাকে। অথবা সামনে টুকাইদের ঘরে। মাত্র আট বছর বয়সে কোথা থেকে এত শক্তি পেল মুনিয়া! এত কিছু মেনে নেওয়ার! মানিয়ে নেওয়ার! একটা চোরা শ্বাস গড়িয়ে এল ইন্দ্রাণীর বুক থেকে। এটাই বোধহয় উদ্‌বর্তনের নিয়ম। না হলে কী করে মুনিয়ারা টিকে থাকবে এই নিষ্করুণ পৃথিবীতে? টুকরো টুকরো ছিঁড়ে যাওয়া সম্পর্কের আবর্তে?

দুই

ঠিক আটটায় ইন্দ্রাণী আবার টেম্পারেচার দেখল। একশো তিন পয়েন্ট দুই। বিশ্বাস ডাক্তার টেম্পারেচারের একটা চার্ট রাখতে বলেছেন, সেই চার্টে ইন্দ্রাণী টুকল তাপমাত্রাটা।

রজতও দেখল কাগজটা। শুকনো মুখে বলল,

—কাল তো এ সময়ে একশো দুই ছিল দেখছি।

ইন্দ্রাণী অন্যমনস্কভাবে বলল, হুঁ। মাথাটা আরেকবার ধুইয়ে দিই।

—বার বার মাথা ধোওয়ালে ঠাণ্ডা লেগে যাবে না তো?

একটু আগেও মুনিয়াকে নিয়ে রজতের বেশি মাথা ঘামানো পচ্ছন্দ হচ্ছিল না ইন্দ্রাণীর। এখন সে বেশ অসহায় বোধ করছিল।

—বাড়িতে একটা আইসব্যাগ ছিল না? রজত মুনিয়ার কপাল থেকে জলপট্টিটা তুলে আরেকবার ভিজিয়ে নিল। কথাটা নিতান্তই অসতর্কভাবে বেরিয়ে এসেছে তার মুখ থেকে।

www.MurchOna.com

হানিমুন থেকে ফিরে জ্বরে পড়েছিল ইন্দ্রাণী। জোর ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা লাগাটা বিচিত্র নয়, ডিসেম্বরের শীতে সিমলায় গিয়ে অনেক রাত অবধি রাস্তায় হেঁটে বেড়াত দুজনে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ধারালো ছুরির মতো কেটে বসছে শরীরে, বৃষ্টির সঙ্গে ঝিরঝিরে তুষার অবশ করে দিচ্ছে গা হাত পা, তার মধ্যেই নবীন সুখে মাতাল এক দম্পতি চষে বেড়াচ্ছে পাহাড়ি পথ। একই ওভারকোটের নীচে শরীরে শরীর মিশিয়ে উত্তপ্ত হতে চাইছে দুজনে। পরিণামে ওই ঠাণ্ডা লাগা। ওই জ্বর।

তখনই একটা আইসব্যাগ কিনে এনেছিল রজত।

ইন্দ্রাণী হেসেছিল খুব, সর্দি বসে একটু জ্বর হয়েছে তার জন্য আইসব্যাগ! তুমি কি পাগল?

—হ্যাঁ, পাগল। আমার বউয়ের জন্য আমি পাগলই।

—তোমার বাবা মা কী ভাবছেন বলো তো?

—কেন? তারা ভাববে কেন?

—বারে তাঁদের বুঝি জ্বরজ্বারি হয় না? তাঁদের জন্য কোনওদিন তুমি আইসব্যাগ কিনে এনেছ?

—অন্যায় করেছি। রজত কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসেছিল, তা বলে তো তোমার কষ্ট দেখতে পারব না। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা মানে...

—অসভ্য কোথাকার। ইন্দ্রাণী চিমটি কেটেছিল রজতকে, ওই আইসব্যাগ তুমি আলমারিতে তুলে রাখো প্লিজ। ছি ছি এই সামান্য জ্বরে... যে শুনবে সেই বলবে, আদিখ্যেতা।

তারপর থেকে আলমারিতেই পড়েছিল আইসব্যাগটা। আর বেরোয়নি কোনওদিন। পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনেও নয়,পাঁচ বছরের বিচ্ছিন্ন জীবনেও নয়।

কথাটা বোধ হয় ভুল হল। বছরখানেক আগে আলমারি গুছোতে গিয়ে ব্যাগটা চোখে পড়েছিল ইন্দ্রাণীর। গরম জামাকাপড়ের তলায় থেকে থেকে রবারের ব্যাগ গলে গেছে। অযত্নে। অবহেলায়।

ইন্দ্রাণী রজতের চোখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল, ওটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফেলে দিয়েছি।

—ও। তা হলে মাথাই ধোওয়াও।

ইন্দ্রাণীর অস্বস্তি হচ্ছিল। এক সূক্ষ্ম অপরাধবোধে জীর্ণ হচ্ছিল যেন। ম্লান মুখে বলল, ফ্রিজে আইসকিউব আছে, কিছু বরফ যদি প্লাস্টিকে ভরে কপালে ধরি?

—ধরতে পারো। রজতের গলাতেও যেন সান্ত্বনা, তাতেও খানিকটা কাজ হবে।

www.MurchOna.com

ইন্দ্রাণী ডাইনিংস্পেসে এল। ফ্রিজ খুলে বার করার চেষ্টা করল বরফ জমার পাত্রটাকে। পারছে না। ডিপফ্রিজের কঠিন শৈত্যে জমাট বেঁধে আটকে গেছে পাত্রটা। রান্নাঘর থেকে খুন্তি এনে সজোরে চাড় দিল বরফের গায়ে। খোঁচাল কয়েকবার। খুঁড়ল। কোনও কিছুতেই ভাঙছে না তুষারস্তূপ।

ইন্দ্রাণী রজতকে ডাকল, একটু এদিকে শুনে যাও।

রজত উঠে এসেছে, কী?

—বরফটা বেরোচ্ছে না।

ইন্দ্রাণীর হাত থেকে খুন্তিটা নিল রজত। কয়েকবার ঠোক্কর মেরে বলল,খুন্তিতে হবে না, খুন্তি ভেঙে যাবে। অন্য কিছু নিয়ে এসো।

রান্নাঘর থেকে লোহার সাঁড়াশিটা আনতে গিয়েছিল ইন্দ্রাণী, দরজায় বেল বাজল। এখন আবার কে এল। দিদি জামাইবাবু? দাদা বউদি? নাকি ওপরের মায়াদি?

হ্যাঁ মায়াদিই। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে ভেতরে, মুনিয়া কেমন আছে রে? জ্বর কমল? বলেই মায়ার নজর গেছে রজতের দিকে। কয়েক সেকেন্ড হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ইন্দ্রাণী অনুচ্চ স্বরে বলল, মুনিয়াকে দেখতে এসেছে।

—ও। রজতকে আপাদমস্তক জরিপ করল মায়া।

রজত সামান্য হাসার চেষ্টা করল, কেমন আছেন?

—ভাল। মায়ার মুখে অসন্তোষের ছাপ, আপনার সংসার কেমন চলছে?

পলকের জন্য রজত পাংশু হয়ে গেল। উত্তর না দিয়ে ধীর লয়ে ঘাড় নাড়ল শুধু। এত ধীরে যে হ্যাঁ, না, ভাল, মন্দ, কিছুই বোঝা যায় না। ব্যস্ত ভঙ্গিতে বরফ খোঁড়ায় মন দিল। মায়া রজতকে আর আমল দিল না, সোজা শোয়ার ঘরে গিয়ে মুনিয়াকে দেখে এল।

ইন্দ্রাণীকে বলল, যা ভেবেছিলাম তাই! জ্বর তো বেশ বেড়েছে।

ইন্দ্রাণী অস্ফুট স্বরে বলল, হুঁ।

—মেয়ে তো একদম নেতিয়ে পড়ে আছে। খেয়েছে কিছু?

—বিকেলে একটু হরলিক্স খেয়েছিল। চিকেন স্যুপ দিতে গেলাম, থু থু করে ফেলে দিল।

—না খেলে তো আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। মায়ার কপালে ভাঁজ পড়ল, তোর বিমানদাকে বলব একবার ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসতে? পারলে বুড়োকে ডেকে আনুক।

ইন্দ্রাণী এক ঝলক রজতকে দেখে নিয়ে ঢোঁক গিলল, আজ রোববার, চেম্বার নেই, আজ কি আসবে?

www.MurchOna.com
suma ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

—আসবে না মানে। ঘাড় আসবে। কী ঔষধ দিয়েছে ঠিক নেই। পাঁচদিন ধরে মেয়েটার জ্বর কমছে না। কত বার বলছি একটা চাইল্ড স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যা, ওই ঢকঢকে বুড়োকে দিয়ে আর হয়!

রজতের চোখে চোখ পড়ে গেল ইন্দ্রাণীর। রজত খোঁড়া থামিয়ে দেখছে ইন্দ্রাণীকে। দেখছে, না মজা পাচ্ছে? নাকি ভর্ৎসনা করছে?

মায়া এসব দৃষ্টি বিনিময় লক্ষ করেনি, নিজের মনেই বলল, তোরই বা কী দোষ! তুই বা এক। হাতে ক দিক সামলাবি? সংসার ! মেয়ে! অফিস! বলতে বলতে অপাঙ্গ দেখে নিল রজতকে, প্রবাল আসেনি আজ?

কোন কারণ নেই, তবু কেমন যেন কাঠ হয়ে গেল ইন্দ্রাণী। চাপা গলায় বলল, ও তো এখানে নেই। উটিতে একটা আর্ট ওয়ার্কশপে গেছে। বুধবার ফিরবে।

—প্রবাল থাকলে তোর তাও একটু সুবিধে হয়। মায়া ইচ্ছে করে একটু গলা তুলল,— প্রবালকে দেখলে মুনিয়াটাও বেশ চনমনে থাকে।

মায়াদিটা কী আরম্ভ করেছে! ইন্দ্রাণী যথেষ্ট বিচলিত হল। কিন্তু কিছু বলতেও পারছিল না সে। বলার কিছু নেইও। কথা ঘোরানোর জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তুমি বরং বিমানদাকে একবার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পাঠিয়েই দাও মায়াদি।

—সে তোকে বলতে হবে না। আমি গিয়েই পাঠাচ্ছি। এক্ষুনি না পাঠালে তিনি আবার সুপারহিট মুকাবিলায় বসে যাবেন। পুরুষমানুষের হল ফুর্তির প্রাণ, কোনও দায়িত্ব ফায়িত্বর বালাই থাকে না। মায়া রজতের দিকে কটমট করে তাকাল, প্রবালের কথা অবশ্য আলাদা। কত গুণী অথচ কী সেন্সিবল। কী র‍্যাশনাল! ওরকম ছেলে লাখে একটা পাওয়া যায়।

রজতের কবজির চাপে চাঁই সুদ্ধ ধাতব পাত্র বেরিয়ে এসেছে এবার। পাত্রটা হাতে ধরে রজত থতমত মুখে দাঁড়িয়ে রইল একটু, তারপর রুক্ষ স্বরে বলল,

—এটা কোথায় রাখতে হবে?

ইন্দ্রাণী এগোনোর আগে মায়া বলে উঠেছে, বেসিনে নিয়ে গিয়ে জলের তলায় ধরুন না। বাইরের বরফটা ধুয়ে যাক।

রজত বিনা বাক্যব্যয়ে বেসিনের কল খুলছে। মায়া দরজার দিকে গিয়েও থামল একবার। আরেকটু খোঁচাল রজতকে, আমি বলি কি ইন্দু, বিয়েটা এবার সেরেই ফ্যাল। দেখছিস তো এক হাত ফেরত ছেলেরাও আজকাল পড়ে থাকে না। আর এ তো ফ্রেশ। ব্যাচেলার। আর ওরকম একটা ভালছেলেকে তুই কষ্ট দিবিই বা কেন?

মায়া চলে গেছে। দরজাটা হাট করে খোলা। খোলা দরজা দিয়ে অঘ্রানের

www.MurchOna.com

হিমরেণু ভেসে আসছিল। ফ্ল্যাট জুড়ে এক অখণ্ড নৈঃশব্দ্য। নৈঃশব্দ্য এত গাঢ় যে আশপাশের ফ্ল্যাটের টিভির আওয়াজও এই শব্দহীনতার ঘেরাটোপ ভেদ করতে পারছিল না। এক প্রান্তে নিশ্চল ইন্দ্রাণী, অন্য প্রান্তে রজত। রজতের হাতে বরফের চাঙড়ে ঢাকা ধাতব পাত্র। বেসিনে জল পড়েই চলেছে। জলে বরফের আস্তরণটুকু ধুয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে।

ইন্দ্রাণী দরজা বন্ধ করে দিল। পাঁচ বছরের ব্যবধানে আজ হঠাৎ এত সামনাসামনি রজতের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এতক্ষণ এক ধরনের অস্বচ্ছ অবরোধ কাজ করছিল দুজনের মাঝখানে, মায়া এসে আচমকাই যেন শুষে নিয়ে গেছে কুয়াশাটুকু। অবরোধটা যদিও আছে। আছেই। তবু যেন দু'জনে অনেক স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে পরস্পরকে। তাদের মাঝে অনেক না বলা কথা আপনাআপনি বাঙময় হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রাণীর হৃৎপিণ্ড, তেত্রিশ বছরের শরীর, ভরাট বুক, নিটোল হাত পা, ফোলা ফোলা গাল, ফর্সা গ্রীবা এই মুহূর্তে এক স্পন্দন অনুভব করছিল। মায়া ঘরের গুমোট আকাশে হঠাৎ বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠে বেরিয়ে গেছে।

মন্থর পায়ে রজতের দিকে এগিয়ে গেল ইন্দ্রাণী, মায়াদির কথায় কিছু মনে করো না। মায়াদির মুখের কোনও লাগাম নেই।

রজত কল বন্ধ করে বলল, বরফগুলো কীসে ভরবে ভরে ফ্যালো।

ইন্দ্রাণী ছুট্টে ঘরে ঢুকে গেল। এই মুহূর্তে রজতের সামনে থেকে সরে যেতে পেরে খানিকটা স্বস্তি বোধ করছিল সে। রজত কি আহত হয়েছে? ফুঃ। ইন্দ্রাণীর তাতে বয়েই গেল।

তোশকের তলা থেকে একটা বড়সড় প্লাস্টিকের ব্যাগ বার করল ইন্দ্রাণী। ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও থামল। কী মনে করে মেয়ের মুখের কাছে এসে ঝুঁকছে। মুনিয়ার মুখ বেশ লাল। থেকে থেকে তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ছে।

ইন্দ্রাণী গাঢ় স্বরে ডাকল, মুনিয়া।

মুনিয়া সাড়া দিল না।

ইন্দ্রাণী মেয়ের গালে গাল ছোঁওয়াল, এক্ষুনি কষ্ট কমে যাবে মা।

মুনিয়ার কপালের জলপটি শুকিয়ে খটখটে। কাপড়ের টুকরোকে ভিজিয়ে ইন্দ্রাণী লেপটে দিল মেয়ের কপালে। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে রজতের হাত থেকে বরফের টুকরোগুলো নিল, ভরল প্লাস্টিক ব্যাগে, দুজনে একসঙ্গে ফিরল মেয়ের কাছে।

মুনিয়ার মাথার দু'পাশে বসে আছে তার বাবা-মা। দুজনে দুদিক থেকে ধরে আছে বরফের ব্যাগ। দু'জনেই মেয়েতে নিবদ্ধ, দুজনে সংশয়ে আকুল, দুজনেরই স্নায়ু টানটান।

www.MurchOna.com

নীরবে বসে থাকতে থাকতে ইন্দ্রাণী একটা ছবি পাচ্ছিল। পুরনো ছবি। মলিন স্মৃতি হয়ে কোনও গোপন কুঠুরিতে ছিল এতদিন, হঠাৎই ভীষণভাবে জ্যান্ত।

দেড় বছরের মুনিয়া খাটে বসে খেলছে। অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে রজত। ইন্দ্রাণী ড্রেসিংটেবিলের সামনে।

রজত বলল, মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখেছ?

ইন্দ্রাণী বলল, দেখেছি। ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে।

—ছ্যাঁকছ্যাঁক নয়, জ্বর আছে। তোমার কি আজ অফিস না গেলেই নয়?

—এটা কোন মাস খেয়াল আছে? এপ্রিল। এর মধ্যে আমার চোদ্দটা সি এল শেষ। ইন্দ্রাণী কপালে টিপ লাগাল, অফিসে বলে যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসব।

—ততক্ষণ জ্বর গায়ে মেয়েটা একা থাকবে?

—একলা কেন? ঊর্মিলা তো আছে।

—বাহ্! এই নাহলে মা।

—তুমিও তো বাবা। তুমি ছুটি নিয়ে থাকো না একদিন।

—আমি তোমার মতো সরকারি চাকরি করি না। প্রাইভেট ফার্ম, খেটে পয়সা রোজগার করতে হয়।

—বিয়ের আগে তুমি অন্য কথা বলতে। সংসারের সব কাজ আমরা সমান ভাগ করে নেব। সব ঝড়ঝাপটা দুজনে একসঙ্গে সামলাব।

—তা বলে আমি জ্বোরো মেয়েও সামলাব? অফিস কামাই করে? আর তুমি নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাবে?

—বাজে কথা বলো না। কদিন তুমি মেয়ের জন্য অফিস কামাই করেছ? মেয়ের যখন হাম হল কে আর্নড লিভ নিয়ে বাড়িতে বসেছিল? দেড় বছরে আমার কতগুলো ছুটি চলে গেল হিসেব করেছ?

—সেটা তোমার ডিউটি।

—ডিউটি শুধুই আমার একার? তোমার নেই?

—বড় বড় কথা বলো না।

—কেন বলব না? তোমার চাকরিই চাকরি? আমার চাকরি কিছু নয়? ইন্দ্রানী ঘুরে বসল, ভুলে যেও না যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছ কোয়ার্টারটাও আমার চাকরির দৌলতে পাওয়া।

—ভুলিনি। তুমি ভুলতে দাও না কোনও সময়ে। কী কুক্ষণে যে নিজের বাড়ি ছেড়ে এই কোয়ার্টারে এসেছিলাম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলো সে দোষও আমার। আমি তোমাকে তোমার ফ্যামিলি থেকে ফুসলে নিয়ে এসেছি।

www.MurchOna.com

—আমার ভাল লাগে না। আমার ভাল্লাগছে না। রজত অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাল, আমি বলছি তুমি আজ যাবে না, যাবে না।

—তোমার হুকুম?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হুকুম।

—ঊর্মিলাআআ। ইন্দ্রাণী ব্যাগ কাঁধে উঠে দাঁড়াল, ঊর্মিলা, মুনিয়া রইল দেখিস। ওকে আজ স্নান করাস না, গাটা গরম আছে। সময়মতো খাইয়ে দিস। আমি দুপুরে চলে আসব।

ইন্দ্রাণী অফিস বেরিয়ে গেল। গরগর করতে করতে রজতও। দেড় বছরের শিশু খেলা ফেলে হাঁ করে দেখছে বাবা-মার চলে যাওয়া।

তখন থেকেই কি ভাঙনের শুরু? মেয়েকে কেন্দ্র করে? নাকি তার আগে থেকেই ঘুণ ধরেছিল সম্পর্কে? মেয়ের অস্তিত্ব শুধু সেই ক্ষয়টাকে প্রকট করে দিচ্ছিল? কত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যে সব সময়ে লড়াই করেছে দু'জনে। বাজার নিয়ে। আলুপটল নিয়ে। ঘর সাজানো নিয়ে। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া নিয়ে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে। কার দোষ বেশি ছিল? ইন্দ্রাণীর? না রজতের? কার মন আগে অন্য দিকে ঘুরে গেল? ইন্দ্রাণীর? না রজতের?

রজত অনেকক্ষণ পর আচমকাই ডাকল ইন্দ্রাণীকে, শুনছ? ও ঘরে তোমার ফোন বাজছে।

আত্মমগ্ন ইন্দ্রাণী পাশের ঘরে যাচ্ছে। দুরমনস্কমুখে রিসিভার তুলেই ঝাঁকুনি খেল। ওপারে সুদেষ্ণা।

—রজত কি আছে ওখানে?

ইন্দ্রাণী নীরসভাবে বলল, হ্যাঁ।

—একটু ডেকে দিবি কাইন্ডলি?

—দিচ্ছি।

সুদেষ্ণা সত্যি অত্যন্ত অভদ্র। রজত এখানে এসেছে জানে, তার মানে কেন এসেছে সেটাও জানে, তবু একবার মুনিয়া কেমন আছে জিজ্ঞাসা করল না। করলেও অবশ্য ইন্দ্রাণী খুব পাত্তা দিত না। মুনিয়া ইন্দ্রাণীর। শুধুই ইন্দ্রাণীর। সুদেষ্ণার অধিকার নেই মুনিয়ার কথা জানার।

রজত টেলিফোনে কথা বলছিল, ভারী পর্দার এপাশে ইন্দ্রাণী স্থানুবৎ। তার এক সময়ের প্রিয় বান্ধবী কথা বলছে তার একসময়ের প্রিয় মানুষটির সঙ্গে। ইন্দ্রাণী এখন কেউ নয়। ওই দু'জনের।

দু'চারটে শব্দের টুকরো কানে আসছিল ইন্দ্রাণীর।... না না, ডাক্তার আসছে। ....

www.MurchOna.com

দেখি আরেকটু। ... বলতে পারছি না ঠিক। ... ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে রজতের স্বর। ছিঃ। ইন্দ্রাণী নিজেকে ধমকাল। সে কিনা শেষে আড়ি পাতছে।

ফোন রেখে রজত বাথরুমে গেল। মিনিট কয়েক পরে ফিরছে। সেও মুখে চোখে একটু জল দিয়ে এসেছে বোঝা যায়। এই আলগা শীত শীত রাতেও রুমালে মুখ মুছছে।

ইন্দ্রাণী টেরচা চোখে দেওয়ালঘড়ির দিকে তাকাল, অনেক রাত হয়েছে। নটা বাজে। এবার বাড়ি যাও।

—মুনিয়ার জ্বরটা কমল না .... রজত আমতা আমতা করে বলেই ফেলল, ভাবছি আজকের রাতটা মুনিয়ার কাছে থেকেই যাই।

—দরকার হবে না। ইন্দ্রাণী কঠিনতর, —এরকম টেম্পারেচার রোজই উঠছে।

—দরকারের কথা নয়। এটা ডিউটির ব্যাপার। আমি বাবা, আমার একটা কর্তব্য আছে। মেয়ের জন্য আমারও তো দুশ্চিন্তা হয়। নিজের চোখে মেয়ের এই অবস্থা দেখে আমি যাই কী করে?

—তাই বুঝি ? যাওয়া যায় না বুঝি?

রজত চুপ করে রইল।

ইন্দ্রাণী আবারও হুল ফোটাল, সুদেষ্ণার পারমিশন নিয়েছ?

রজত বিভ্রান্ত মুখে তাকাল, তুমি আমাকে আমার মেয়ের অসুখের সময়েও তার কাছে থাকতে দেবে না ইন্দ্রাণী?

তিন

রাত বাড়ছে।

রজত মেয়েকে ঘুম পাড়াচ্ছিল।

বিশ্বাস ডাক্তার এসে দেখে গেছেন মুনিয়াকে। কাল রক্ত পরীক্ষা করাতেই হবে। সঙ্গে স্টুল ইউরিনও। অসুখটা সম্ভবত ফ্লু নয়, টাইফয়েড গোছের কিছু হবে। তবে তার মতে সাময়িক উত্তেজনা থেকে নাড়ির গতি চঞ্চল হয় অনেক সময়ে। সেটাও হয়তো জ্বর বাড়ার একটা কারণ। জ্বর কমানোর জন্য ওষুধও দিয়ে গেছেন তিনি। তরল পাইরেজেসিক। রজতই বেরিয়ে কিনে এনেছে ওষুধ। বিমানের বাধা শোনেনি। মায়ার ব্যঙ্গও না। এক ডোজ ওষুধ পড়ার পর থেকেই মুনিয়ার জ্বর নামছে একটু একটু করে।

মায়া আর বিমান ইন্দ্রাণীকে বলে গেছে একটু অসুবিধা হলেই তাদের ডাকতে। রজতের উপস্থিতি তারা ধর্তব্যেই আনতে চায়নি। তাতেই বুঝি আরও জেদ চেপে গেছে রজতের। সে আজ মুনিয়ার কাছে থাকবেই। ইন্দ্রাণী টুকটাক ঘরটাকে গুছিয়ে

www.MurchOna.com

নিচ্ছিল। বরফের প্লাস্টিক ব্যাগ বাথরুমে রেখে এল। খাটের লাগোয়া ছোট টেবিলে ঔষধপত্রগুলো সাজিয়ে রাখল ঠিক করে। মুনিয়ার জামা প্যান্ট, ইন্দ্রাণীর শাড়ি ব্লাউজ শুকোচ্ছিল বারান্দায়, রতনের মা দুপুরে কেচে মেলে দিয়ে গেছে, সেগুলোকে তুলে এনে ভাঁজ করে আলনায় রাখল। মুনিয়ার পড়ার টেবিলে প্রবালের একটা ফটোগ্রাফির বই পড়ে আছে, প্রবালই রেখে গেছে যাওয়ার সময়, রজতকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে ইন্দ্রাণী বইটাকে সরিয়ে রাখল ড্রয়ারে। ছোট্ট হীরে বসানো প্রবালের একটা আংটি ড্রয়ারে পড়ে আছে, আংটিটাকে ঠেলে দিল ভেতর দিকে। কেন যে ঠেলল ইন্দ্রাণী নিজেও জানে না।

জ্বর কমার পর মুনিয়া অল্পস্বল্প কথা বলছিল। রজত মুনিয়ার কপালে মৃদু চাপড় দিল, হল কী তোর ? চোখ বোজ।

মুনিয়ার শীর্ণ ঠোঁটে অনাবিল হাসি। লাজুক মুখে বলল, ঘুম আসছে না বাপি।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল, কিছুই তো মুখে তুললি না, এখন খাবি একটু কিছু?

—কী খাব?

—হরলিক্স খা।

মুনিয়া নাক কুঁচকাল।

—চিকেন স্যুপ? ওপরে গোলমরিচ ছড়িয়ে দেব, ভাল লাগবে।

—নন্‌না।

রজত বলল, সলিড কিছু দাও না। কড়া করে টোস্ট?

মুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজি, খালি এক পিস টোস্ট খাব।

রান্নাঘর থেকে টোস্ট করে আনতে আনতে মুনিয়ার গলা শুনতে পাচ্ছিল ইন্দ্রাণী, বাপি তুমি সত্যি সত্যি আজ থাকবে তো?

রজত বলল, থাকব রে বাবা, থাকব।

—আমি যখন ঘুমোব তখনও থাকবে?

—হুঁউউ।

—আমার পাশে ঘুমোবে?

—ঘুমোব। রজত শব্দ করে হাসছে। ঠিক যেভাবে হাসত ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করার আগে। পরে পরেও। হাসিটা কেন যে হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল? উহুঁ, হাসিটা রজত স্থগিত রেখেছিল। অন্য আরেকজনের জন্য। ইন্দ্রাণী এখনও ভেবে পায় না রজত কী দেখেছিল সুদেষ্ণার ভেতর? সুদেষ্ণা ইন্দ্রাণীর মতো সুন্দর নয়, গায়ের রং বেশ চাপা, ইন্দ্রাণীর তুলনায় কালোই বলা যায়। কথাবার্তায় সব সময়ে কেমন আদুরে আদুরে ভাব। কলেজে বন্ধুরা কম হাসাহাসি করত সুদেষ্ণার কথার ভঙ্গি দেখে? বলত ওর মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানো উচিত হয়নি, হওয়া উচিত ছিল মাদি বেড়াল।

www.MurchOna.com

মনে মনে একটু হাসল ইন্দ্রাণী। বেশিরভাগ পুরুষই আত্মাভিমানী মেয়ে পচ্ছন্দ করে না, ওই মাদি বেড়াল স্বভাবটাই ওদের টানে বেশি। প্রবাল অনেক অন্যরকম। অনেক খোলামেলা। তার কাছে প্রিয় নারী অনন্ত সৌন্দর্যের আধার। এই সৌন্দর্যে কোনও বন্ধন নেই। ঘাস ফুল লতাপাতা দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানক্ষেতের মতো এও যেন এক প্রকৃতির বিস্ময়। এ কথা প্রবালই তাকে বলেছে বারবার।

প্রবালই কেন প্রথম থেকে জীবনে এল না ইন্দ্রাণীর?

এই মুনিয়া, এত জটিলতা থাকত না তা হলে। দ্বিধা দ্বন্দ্বের জীবনটার মুখোমুখি হতে হত না ইন্দ্রাণীকে।

ইন্দ্রাণী টোস্ট এগিয়ে দিল মেয়ের দিকে, উঠে বসো। খেয়ে নাও।

মুনিয়া রজতের হাত চেপে ধরল, বাপি খাইয়ে দেবে।

বুকের ভেতর পিন ফুটছে, তবু ইন্দ্রাণী নিজেকে নিস্পৃহ রাখার চেষ্টা করল। ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে খাওয়া দেখল মেয়ের। শান্ত মুখে প্লেট নিয়ে চলে গেল। ফিরে এসে আরও নিরুত্তাপ মুখে বলল, একবার বাথরুমে যাবি তো?

রজত বলল, হ্যাঁ যাও। এবার মার সঙ্গে গিয়ে একটু বাথরুম থেকে ঘুরে এসো।

বাবার বাধ্য মেয়ে মার হাত ধরে টলতে টলতে বাথরুমে যাচ্ছে। শরীরের সমস্ত ভার মার ওপর ছেড়ে দিয়ে।

ইন্দ্রাণী ফিসফিস করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, তুই সত্যি সত্যি বাবার কাছে শুবি? শুতে পারবি?

বুদ্ধিমতী মুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে মার গলা জড়িয়ে ধরেছে, বাপি তো একটা দিন আছে মা। একদিন বাপির কাছে শুই? কাল থেকে আবার তোমার কাছে শোব।

ইন্দ্রাণীর কেমন ধন্দ লাগছিল। লোকে বলে পিতৃত্ব নাকি সংস্কার আর মাতৃত্ব জৈবিক টান। তাই যদি হয় তবে মুনিয়া আর রজতের এই সম্পর্ককে কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায়?

ঘরে এসে মুনিয়া শুয়ে পড়েছে। রজত মেয়ের পাশে আধশোয়া। ইন্দ্রাণীরই বিছানায়।

ইন্দ্রাণী আলমারি খুলে একটা গায়ে দেওয়ার চাদর বার করল। বিছানা থেকে বালিশ নিল একটা। বালিশ চাদর বাইরের ঘরের সোফায় রেখে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

পৃথিবী আবছা কুয়াশায় ঢেকে আছে। নীচের রাস্তার বাতি গুলো কেমন হলদেটে। ম্লান। নিঝুম হয়ে আসছে চারদিক। আশপাশের কোয়ার্টারগুলোর শরীরেও ঝিমুনি

www.MurchOna.com

নেমেছে। ইন্দ্রাণী রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল স্থির। দূরে কোথাও থেকে একটা আবছা গানের কলি ভেসে আসছে। পুরনো কোনও বাংলা গান। কোথাও বোধহয় জলসা হচ্ছে। ইন্দ্রাণী তার অবচেতনায় গানটাকে চেনার চেষ্টা করছিল। সুর বড় চেনা চেনা, কিন্তু গানটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। চেনা চেনা সুর অনুপ্রবেশকারীর মতো ঢুকে পড়ছে ইন্দ্রাণীর ভাবনায়।

হঠাৎই রজতের উপস্থিতি টের পেল ইন্দ্রাণী। রজত নিঃসাড়ে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ইন্দ্রাণী নিচু গলায় প্রশ্ন করল, মুনিয়া ঘুমিয়েছে?

—এই ঘুমোল।

—তুমি খাবে তো কিছু?

—দিলে খাব। রজত বুঝি একটু কৌতুক করল।

ইন্দ্রাণী কথা বলল না।

অল্পক্ষণ নীরবতার পর রজতই আবার বরফ ভাঙল, তুমি রাগ করেছ?

—কেন?

—এই আমি জোর করে থেকে গেলাম বলে?

—তোমার মেয়ের কাছে তুমি থাকছ, আমার কী বলার আছে?

—তোমার অসুবিধে হল।

—অসুবিধে আমার নয়, তোমারই। নিজের বাড়ি ছেড়ে... বউ ছেড়ে...

—তুমি এখনও পুরনো রাগ ভুলতে পারোনি।

—তুমি পেরেছ তো? ঠাণ্ডা মাথায় কথাটা বলতে গিয়েও ইন্দ্রাণীর স্বরে শ্লেষ ফুটে উঠল।

রজত চুপ।

ইন্দ্রাণী নিজেকে সংযত করে নিল, খাবে চলো।

রাত প্রায় এগারোটা।

ইন্দ্রাণী আর রজত ডাইনিংটেবিলে এল। মুনিয়ার অসুখ বলে বেশি কিছু রান্না হয়নি আজ। কদিন ধরেই হচ্ছে না। রতনের মা অল্প মুরগির মাংস রেঁধে রেখে গেছে, সঙ্গে গোটা পাঁচ-ছয় রুটি। ওবেলা খানিকটা ভাত বেঁচে ছিল, ইন্দ্রণী গরম করে নিয়েছে ভাতটুকু । রজত রাত্তিরবেলা ভাত খেতেই বেশি ভালবাসত। সঙ্গে কিছু স্যালাড কেটে নিয়েছে ইন্দ্রাণী। শসা টোম্যাটো পেঁয়াজ ধনেপাতা।

রাত বাড়ছে। নিঃশব্দে নৈশ আহার সেরে চলেছে অনাত্মীয় দম্পতি।

রজত আচম্বিতে বলে উঠল, তোমার মায়াদি ঠিকই বলেছিল।

ইন্দ্রাণী বিস্মিত মুখে তাকাল।

www.MurchOna.com

রজত এমন নিম্নস্বরে বলল যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে কথাটা, তুমি প্রবালকে বিয়ে করে নাও।

—হঠাৎ এ কথা কেন?

—হঠাৎ নয়। এতক্ষণ ভাবছিলাম। তুমি কতদিন আর একা একা থাকবে?

—আমি একা তোমায় কে বলল?

—আমি জানি। আমি কি তোমাকে একটুও চিনি না? নয় নয় করেও পাঁচটা বছর তো আমরা একসঙ্গে ছিলাম।

—না। চেনো না।

দরজা জানলা বন্ধ, তবু বাইরের হিমহিম ভাব ছড়িয়ে গেছে ভেতরে। ইন্দ্রাণী স্পন্দহীন স্বরে প্রশ্ন করল, তুমি কি পাপবোধে ভুগছ রজত?

—কীসের পাপবোধ? আমি কোনও পাপ করিনি। তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছিলে না, আমরা আলাদা হয়ে গেছি।

—ব্যস এটুকুনই?

—আর কী? আবার বিয়ে করার কথা বলছ? রজত গলা ভারী করল, আমি মোটেই সাধুসন্ন্যাসী নই, আমার কামনা বাসনা থাকতেই পারে। অ্যান্ড আই হ্যাভ গট ম্যারেড। ইন্সিডেন্টালি অর অ্যাক্সিডেন্টালি সে তোমার বন্ধু।

খুব সপ্রতিভভাবে কথা বলতে চাইছে রজত, ইন্দ্রাণী দীপ্তিহীন হাসল, দ্যাখো পাঁচ বছর তোমার সঙ্গে ছিলাম ঠিকই, আমাদের সেপারেশনও পাঁচ বছর আগে হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে এখন আমার ঝগড়া করার সম্পর্কও নেই। স্পৃহাও নেই। আজ যদি কোনও কথা হয়ও তবে কোনও লুকোছাপা না থাকাই ভাল।

—কী নিয়ে লুকোছাপা করব আমি? কেন করব? রজত বিষণ্ণ হাসল, আমার সঙ্গে সুদেষ্ণার অ্যাফেয়ার ছিল কি না, তোমার সঙ্গে প্রবালের কোনও বিশেষ সম্পর্ক ছিল কি না এসব কথা এখন অবান্তর। আমি বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে যাচ্ছি বলে বেরিয়েছি, তুমি সুদেষ্ণার বাড়ি গিয়ে সুদেষ্ণার খোঁজ করেছ। আমিও অফিস ছুটির পর শিকারি বেড়ালের মতো প্রবালের ফ্ল্যাটে হানা দিয়েছি, যদি তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে ধরতে পারি। কিন্তু এসব কথা এখন কেন তুলব আমরা? সুদেষ্ণা বা প্রবাল তো অনেক পরের ফ্যাক্টর। বলতে পারো আফটার এফেক্ট। তার অনেক আগে থেকে তো পরস্পরের ওপর আমরা বিশ্বাস হারিয়েছিলাম। রেসপেক্টও। কোনও সম্পর্কে ফাটল না ধরলে....

—ফাটল আমি তৈরি করিনি। তুমি তৈরি করেছ। ইন্দ্রাণী এতক্ষণে ধৈর্য হারাল,তোমার রুচি আলাদা, তোমার চিন্তার লেভেল আলাদা। তোমার মধ্যে অনেক

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

কমপ্লেক্স। ফ্ল্যাট নিয়ে। আমার চাকরি নিয়ে। আমি যে স্বাবলম্বী সেটাই তো তুমি বরদাস্ত করতে পারোনি।

—হয়তো তাই। ইন্দ্রাণী যতটা উত্তেজিত, রজত ততই নির্লিপ্ত, তোমার হিসেবে তুমি ঠিক। আবার আমার হিসেব অন্যরকম। তুমি ভয়ানক জেদি। তুমি অহঙ্কারী। আমার বাবা মাকে তুমি কোনওদিন মানুষ বলে গণ্য করোনি। আমার কোনও নিজস্ব সার্কল থাক তা তুমি সহ্য করতে পারোনি। বাট অল দিজ থিংস আর পাস্ট ইন্দ্রাণী। আমাদের ডিভোর্সে এমন কোনও কারণ ছিল না যা অন্য লাখ লাখ ডিভোর্সের কারণের থেকে আলাদা। ঠিক?

ইন্দ্রাণী নিজের অজান্তেই ঘাড় নেড়ে ফেলল।

—তা হলে তোমারও আর পুরনো রাগ পুষে রেখে লাভ নেই। আমারও কোনও বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। পাঁক ঘাটাও উচিত নয়। রজত ইন্দ্রাণীর দিকে ঝুঁকল, আনমনে একটা একটা শসার টুকরো মুখে ফেলে চিবোল খানিকক্ষণ। আত্মগতভাবে বলল, আমরা যখন শেয়াল-কুকুরের মতো ঝগড়াঝাঁটি করতাম, পরস্পরকে আঁচড়াতাম, কামড়াতাম, দুজনেরই মনে হত আমি ভালো, তুমি খারাপ। কিন্তু কথাটা তো সত্যি নয়। আমরা কেউই ভাল লোক নই, কেউই খারাপ লোক নই। উই আর জাস্ট টু অর্ডিনারি পিপল। মোস্ট অর্ডিনারি। অকিঞ্চিৎকর রকমের সাধারণ। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, সামান্যতম সুখ, সামান্যতম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উন্মত্ত দুটো মানুষ মাত্র। যাদের শুধু চাই চাই চাই। যারা পরস্পরকে কিছু দেবে না। দিতে চায় না। এমন দুটো জীব।

রজতের কথায় কোনও ঝাঁঝ নেই, কোনও তিক্ততা নেই, যেন অমোঘ এক দৈববাণী উচ্চারণ করছে সে।

ইন্দ্রাণী ঠিক মানতে পারছিল না কথাগুলো। কোথায় যেন বাধছিল তার। সত্যিই কি তারা ওইরকম?

থমথমে মুখে ইন্দ্রাণী বলল, তুমি গায়ে পড়ে এত কথা শোনাচ্ছ কেন? আমি তো কোনও পুরনো কথা তুলিইনি। তুমি নিজেই...

—হ্যাঁ, আমি নিজেই তুলেছি। নিজেই বলছি। রজত গ্লাসের জলে অল্প হাত ধুয়ে নিল, আমি মুনিয়াকে দেখতে এসেছিলাম। আমার অনেক দ্বিধা ছিল। আসার আগেও ছিল। আসার পরেও ছিল। কিন্তু এখন আমর বেশ মজা লাগছে।

— মজা ?

—হ্যাঁ মজা। কেন জানো? দেখলাম এখনও তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করতে চাইছ।

—কখ্খনো না।

www.MurchOna.com

রজত হেসে ফেলল এখনও সেই জেদ। সেই একা একা কষ্ট পাওয়া।

—আমি কষ্ট পাই না। আমি একা ভাল আছি।

—নেই। প্রবালকে বিয়ে না করে তুমি মেয়ের কাছে জিততে চাইছ। এখনও আমাকে হারাতে চাইছ। পারছ না।

ইন্দ্রাণী সহসা কেঁপে উঠল। প্রবল ঠান্ডায় এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যেন তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে রজত।

ইন্দ্রাণীর শীত করছিল। ভয়ঙ্কর শীত।

চার

সামান্য শব্দে ইন্দ্রাণীর তন্দ্রা ছিঁড়ে গেল।

এখন ঝকঝকে সকাল।

ভোরের মুখে কখন যেন চোখ দুটো জড়িয়ে এসেছিল ইন্দ্রাণীর। বসার ঘরের সোফায় শুয়ে ঘুম আসেনি সারারাত। কিছুটা অনভ্যস্ত শয্যার জন্য। কিছুটা বা অন্য কোনও কারণে। চোখের পাতায় একটুখানি ঘুম নামলেই ইন্দ্রাণী চমকে জেগে উঠেছে। কেউ এল কি ঘরে!

আসেনি। ইন্দ্রাণী নিজেই উঠে কয়েকবার উঁকি দিয়েছে ও ঘরে। হালকা নীল নাইটল্যাম্পের আলোয় কী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল রজত! মুনিয়াকে বুকে আঁকড়ে ।

সত্যিই কি রজত ঘুমোচ্ছিল? নাকি ঘুমের ভান করে শুয়েছিল মাত্র? ইন্দ্রাণী বুঝতে পারে নি। তবু কোনও এক গূঢ় সংকেতের প্রতীক্ষা করছিল মনে মনে। কেন একবারও এলনা কেউ?

ইন্দ্রাণী গুটিসুটি মেরে উঠে বসল। মোটা চাদরটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিল গায়ে। সামনেই দেওয়ালে প্রবালের পেন্টিং। একা নারী দাঁড়িয়ে আছে জানলায়। দুহাতে খামচে আছে জানলার শিক। জানলার ওপারে উন্মুক্ত আকাশ। জানলার পাশেই খোলা দরজা। ছবিটা প্রবাল এগজিবিশনে দিয়েছিল, কিন্তু বিক্রি করেনি। ছবির নাম ছিল, তুমি। ইউ।

সেই ছবির কাচে বিম্বিত এক পুরুষের ছায়া। রজত। দরজায়। দাঁড়িয়ে।

ইন্দ্রাণী ঘুরল। রজত যাওয়ার জন্য তৈরি।

ইন্দ্রাণী বলল, ঘরে এসো।

রজত দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে। বলল, মুনিয়ার এখন টেম্পারেচার নিলাম। একশোর নীচে আছে।

— মুনিয়া উঠে পড়েছে?

—উঠেছিল। আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

www.MurchOna.com

—তুমি কি এক্ষুনি যাচ্ছ? ইন্দ্রাণী নরম স্বরে বলল, একটু বসো। চা খেয়ে যাও।

রজত ঘড়ি দেখল, নাহ দেরি হয়ে যাবে। আজ একটু তাড়াতাড়ি অফিস যাব। তুমি মুনিয়ার টেস্টগুলো করিয়ে নিও।

ইন্দ্রাণী সোফা থেকে নামল। বাইরে একটা চমৎকার নীল আকাশ ফুটে আছে। বারান্দায় ঝিলমিল করছে রোদ। ছোট্ট একটা চড়ুই রোদ্দুরে পিকপিক নাচছে।

ইন্দ্রাণী ফ্ল্যাটের খোলা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ। তারপর আবার সোফায় ফিরে গুটিসুটি মেরে বসল।

পৃথিবীর কোলাহল শুরু হয়ে গেছে। শুধু ইন্দ্রাণীর বুকটাই এখন অদ্ভুত রকমের নির্জন। তার মধ্যে আর রাগ নেই। বিদ্বেষ নেই। অসূয়া নেই। ঘৃণাও নেই। তার হৃদয়ে এখন উপড়ে ফেলার মতো কোনও শিকড়ই অবশিষ্ট নেই আর। এত ভয়ঙ্কর শূন্যতায় কী যে কাঙাল হয়ে যায় মানুষ।

ইন্দ্রাণী ডুকরে কেঁদে উঠল।

www.MurchOna.com

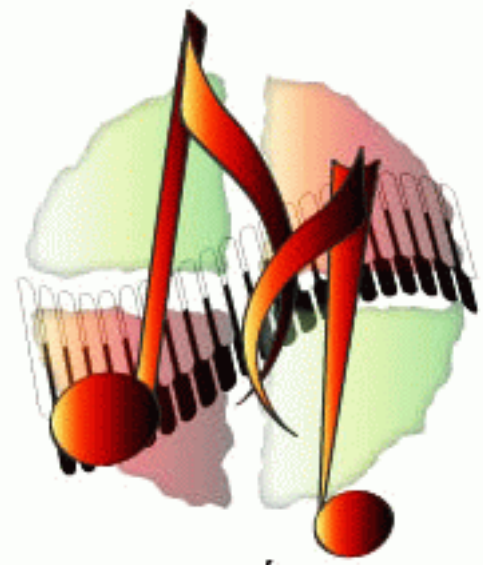

www.murchona.com

Somporko by Suchitra Bhattacharya

For More Books & Music Visit www.Murchona.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com